



বীর শহীদ

আবু বকর রিফাত

জন্ম তারিখ: ১৪ জুন, ২০০১
শাহাদাতের তারিখ: ৫ আগস্ট, ২০২৪
বিভাগ: ঢাকা সিটি
জেলা: মুন্সিগঞ্জ

শহীদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

পেশা: দোকান কর্মচারী
শাহাদাতের স্থান: যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

শাহাদাতের বিস্তারিত ঘটনা ও ইতিহাস

শহীদের পরিচিতি

শহীদ আবু বকর রিফাত ঢাকার মাতুয়াইল, কদমতলী এলাকার এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে ২০০১ সালের ১৪ জুন জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা জনাব মো: আওলাদ হোসেন একজন মুদি দোকানদার এবং মাতা মোসা: বিউটি আক্তার একজন গৃহিণী। শহীদ আবু বকর রিফাতের আরও দুই ভাই ও এক বোন রয়েছে। তার বড় দুই ভাই মো: মাহবুবুর রহমান রানা এবং মো: সাইম আহমেদ। ছোট বোন মোসা: সামিয়া আক্তার।

ভাইদের মধ্য শহীদ আবু বকর রিফাত ছোটকাল থেকেই দ্বীনি জ্ঞানের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। তার মা-পাবারও স্বপ্ন ছিল পরিবারের ছোট ছেলে কোরআনের হাফেজ হবে। সেজন্য তাকে স্থানীয় একটি কওমী মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়। অল্প সময়েই তিনি ৬ পারা কোরআন মুখস্ত করে ফেলেন। কিন্তু পারিবারিক নানান ঝামেলার কারণে তার পুরো কোরআন হেফজ শেষ করা সম্ভব হয়নি। কিছুদিন পর তাকে মোহাম্মদবাগ আদর্শ জুনিয়র স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়। ২০২০ সালে ঢাকা বোর্ডের অধীনে জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু পরিবারের অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে তার পড়াশোনা এখানেই ইতি টানতে হয়। পরবর্তীতে বঙ্গবাজারে একটি কাপড়ের দোকানে কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত হন।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ৫ আগস্ট ২০২৪ পুলিশ ও যুবলীগের গুলিতে শাহাদাৎ বরণ করেন।

শাহাদাতের ঘটনা

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখে ৫ আগস্ট ২০২৪, দুপুরে স্বৈরাচার সরকার প্রধান শেখ হাসিনা দেশ থেকে পালিয়ে যায়। পদত্যাগের পরপরই সারাদেশে ছাত্রজনতা আনন্দ মিছিল বের করে। রাজধানীতে আন্দোলনের সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট থেকে সেদিন লাথো লাথো মুক্তিকামী মানুষ আনন্দ মিছিলে অংশগ্রহণ করে। মিছিল ঢাকার রায়েরবাগ এলাকা থেকে যাত্রাবাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হন। সেখানে পুলিশ জনতাকে লক্ষ্য করে অতর্কিত গুলি বর্ষণ করে। পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে অনেকেই ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়ে।

সেখানে শহীদ আবু বকরও ছিলেন। কয়েকটি বুলেট তার বুকে এসে লাগে। মুহূর্তেই বাঁধরা হয়ে যায় তার শরীর। তার নিখর দেহ মাটিতে পড়ে থাকে। কেউ উদ্ধার করতেও আসতে পারে না। পরবর্তীতে পুলিশের হামলা কিছুটা কমলে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে মাতুয়াইলের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করে। পারিবারিক অবস্থা

৪ ভাই- বোনের মধ্যে শহীদ আবু বকর রিফাত সবচেয়ে ছোট। তার বাবা একজন মুদি দোকানদার এবং তার বড় দুই ভাই সৌদি প্রবাসী। আর ছোট বোন মোছা: সামিয়া আক্তার দারুল উলুম মহিলা কওমী মাদ্রাসায় শরহে বেকায়া জামাতে অধ্যয়নরত। যাত্রাবাড়ী মোহাম্মদবাগ এলাকায় ৬ শতক জমির উপর ১ তলা বিশিষ্ট একটি ছোট বাড়ি আছে।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়দের বক্তব্য

চাচা ভাই মো: জুনায়েদ বলেন, “শহীদ আবু বকর রিফাত ছিল অত্যন্ত ভালো মনের মানুষ। সে ৬ পারা কোরআনের হেফজ সম্পন্ন করেছে। একজন পরহেজগার যুবক হিসেবে এলাকায় পরিচিত ছিল। সে সবসময় মানুষের উপকার করার চেষ্টা করেছেন। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শুরু থেকেই সক্রিয় ছিল।”

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম: আবু বকর রিফাত
পেশা: দোকানের কর্মচারী
জন্ম তারিখ: ১৪/০৬/২০০১
জন্ম স্থান: ঢাকা

পিতা : জনাব মো: আওলাদ হোসেন, পেশা: মুদি দোকানদার

মাতা : মোসা: বিউটি আক্তার, পেশা: গৃহিণী

আহত হওয়ার তারিখ : ৫ আগস্ট ২০২৪, আনুমানিক দুপুর আড়াইটার দিকে

শাহাদাতের তারিখ ও স্থান : ৫ আগস্ট ২০২৪, যাত্রাবাড়ী

স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা : পূর্ব কদমতলী, মাতুয়াইল, ঢাকা

শহীদের শেষ বার্তা / অবিস্মরণীয় উক্তি

“ভয় পেলে ওরা আরও চেপে বসবে। এক পা-ও পিছিয়ে আসা যাবে না।”

উৎস: উত্তরা আজমপুর ব্যারিকেডে সহযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করার উক্তি

পবিত্র কুরআনের বাণী

আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনোই মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকা-প্রাপ্ত হয়ে থাকে। (সূরা আল-ইমরান ৩:১৬৯)

হাদীস শরীফ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “শহীদের আত্মা সবুজ পাখির পেটে থাকে।” (সহীহ মুসলিম ১৮৮৭)

দোয়া পাঠ: ০ জন

শহীদের স্মৃতিচিত্র ও ফটো গ্যালারি

